১২/১/০৪, ৫/১০/০৪, ৯/১০/০৪, ১৬/১০/০৪

হাইকোর্ট ফরম নং (জে) ৩

আপীল মোকদ্দমায় রায়ের শিরোনামা।

১ম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, কুমিল্লা।

আপীল:- জনাব এ,কে,এম,মোর্শেদ,
অতিরিক্ত জেলাজজ, ১মআদালত, কুমিল্লা।

রায় ঘোষনার তারিখ:- ৪-১- ২০০৪ইং

দেওয়ানী আপীল নং- ৭৫/৮৫

ডিক্রী/ আদেশ হইতে জনাব মোঃ নুরুল হুদা, মুনসেফ, লাকসাম উপজেলা সহকারী

জজ আদালত, কুমিল্লা এবং তাহার আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৪৭১/৮৩।

১। রুস্তম আলীগং-----বিবাদী- আপীলকারী।

---বনাম-

১। আলীজান বিবিগং-----বাদী-রেসপনডেন্ট।

অত্র আপীল চূড়ান্ত শুনানীর তারিখ / তারিখসমূহ হইতেছে :-

উপস্থিতিতে,

১। জনাব আবদুল কুদ্দুছ মিয়া -এডভোকেট -আপীলকারীপক্ষে।

১। জনাব বদিউল আলম -- এডভোকেট -রেসপনডেন্ট পক্ষে।

এবং জেলা জজ আদালত বিবেচনাসহিত নিম্নরূপ রায় প্রদান করিতেছেন:-ইহা

একটি দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমা। অত্র দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমা লাকসাম উপজেলা

সহকারী জজ আদালতের দেওয়ানী ৪৭১/৮৩ নং মোকদ্দমার বিগত ২-৫-৮৫ ইং তারিখের প্রচারিত রায় ও ১-৫-৮৫ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রীর বিরুদ্ধে বিবাদী-আপীলকারী পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইয়া আনয়ন করিয়াছেন।

মেমো অব আপীলের মূল বক্তব্য হইল যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আইন ও তথ্যগত ভুল করিয়া মোকদ্দমাটিতে ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন। রেকর্ড রক্ষিত সাক্ষ্যপ্রমাণ যথাযথ ও বিবেচনা না করিয়া ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মোকদ্দমাটিতে ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বিবাদীপক্ষের সাক্ষ্য যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিশ্বাস করিলে মোকদ্দমাটি ডিসমিস হইত।

বাদীর মোকদ্দমা সংক্ষেপে এই যে, নালিশী জমির মূল মালিক ছিলেন কচে আলী, মকরম আলী, হাসান আলী ও সফর আলী এবং সেই মতে তাহাদের নামে সি,এস, খতিয়ান প্রস্তুত হয়। মকরম আলী তাহার ৩ ভাইকে রাখিয়া মারা যায়। বর্তমান বসত স্থান সংকুলান না হওয়ায় কচে আলী ও সফর আলী অপর একখানী ভিটে নূতন বসত নির্মান করে। হাসান আলী নালিশী ভিটে মালিক ও দখলকার থাকিয়া দুই পুত্র গফুর আলী ও কালা মিয়াকে রাখিয়া মারা যায়। কিন্তু এস,এ, ৩৬৮ নং

খতিয়ানে ভুল গফুর আলীও কালা মিয়ার নামের সহিত সম্পূর্ন রূপে নিঃস্বত্ববান এবং দখল সংস্রব বিহীন ১-৩/১১নং বিবাদীগনের নাম ও ৪-৬নং বিবাদীগনের পূর্ববর্তী সেকান্দর আলী, ৭নং বিবাদীর পূর্ববর্তী ছাদক আলীএবং ৮/৯/১০নং বিবাদীগনের পূর্ববর্তী এনাহী বকসের নামও নুরুজ্জামান নামক ব্যক্তির নাম লিপি করিয়া রাখিয়াছে, যাহা অধুনা প্রকাশ পাইতেছে। বিবাদীগন বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করায় অত্র মামলার কারন উৎপন্ন হইয়াছে। বাদীগনের ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত নালিশীভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ ও দখল বিদ্যমান আছে। বিবাদীগনের নালিশী ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল নাই। তাই বাদীপক্ষ রায়তী স্বত্বের ঘোষনার ডিক্রীর দাবীতে অত্রমোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।

১/২(ক) এবং ৩নং বিবাদী অত্রমোকদ্দমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতঃ একটি লিখিত বর্ননা দাখিল করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য হইল বাদীপক্ষের মোকদ্দমা অত্রাকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় নহে। বাদীপক্ষের মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারন নাই। তাহাদের আরও দাবী হইল নালিশী ভূমির মূলমালিক ছিলেন ফতেআলী, হাসান আলী, মকরম আলী ওসফর আলী এবংসেই মোতাবেক তাহাদের নামে সি,এস, খতিয়ান প্রস্তুত হয়।

পরবর্তীতে নালিশী ভূমি বাকি খাজনার দায়ে নিলামে উঠিলে আলিমদ্দিন নিলাম খরিদ ক্রমে মালিক দখলকার হন। সেই অবস্থায় তাহারা উক্ত ৩টি নিলামী জোতের ভূমি পুনঃ জোর্ঠা প্রজা পত্তন করিতে চাহিলে আলীমদ্দিন ও তৎপুত্র সেকান্দর আলী উক্ত তিনটি জোতের মোট ৫৩৭ শতক ভূমি উপযুক্ত নজর সেলামীর বিনিময়ে বার্ষিক মং ৪৫/-টাকা জমায় বিগত ১২-৭-৪৩ইং তারিখের কবুলিয়ত মূলে রায়তি বন্দোবস্ত গ্রহনে মালিক দখলকার হন। বন্দোবস্ত নিয়া যথারীতি খাজনাদি পরিশোধ করিতেছেন। উচ্ছেদকৃত প্রজাগন এখানে সেখানে বসবাস করিতে থাকে। বাদীগনের পূর্ববর্তী হাছেন আলীর প্রতি দয়া পরবশ হইয়া নালিশী জোতের পূর্বাংশে মোট ০৬ শতক ভূমিতে এক খানা গৃহ উত্তোলন করিয়া বসবাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইলে সে স্ত্রী সহ তথায় বসবাস করিতে থাকে এবং সেই সূত্রে হাছেন আলীর পুত্র কালা মিয়াও গফুর আলী তথায় বসবাস করে। তাহাদের নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ ছিলনা। বিবাদীগন নালিশী ভূমিতে ঘর বাড়ী নির্মানে বসবাস করিয়া আসিতেছে। বিবাদীগন ওয়াকফ দলিলমূলে কিছু সি জমি মসজিদকে হস্তান্তর করিয়া একটি মসজিদ নির্মান করিয়াছে যাহা তাহাদের বাড়ীর সামনে অবস্থিত। নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল

বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, বাদীপক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিস হইবে।

বাদীর আরজীও বিবাদীর জবাবের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত নিম্ন লিখিত বিচার্য বিষয়সমুহ গঠন করিলেন:-

১) মোকদ্দমাটি অত্রাকারেও প্রকারে রক্ষনীয় কিনা?

২) বাদীপ্রার্থিত মতে ডিক্রী পাইতে পারে কিনা?

৩) বাদী অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

অত্র আপীল, বাদীর আরজীও জবাবের প্রেক্ষাপটে অত্রাদালত নিম্ন লিখিত বিচার্য বিষয়গঠন করিলেন:-

১) বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ২-৫-৮৫ ইং তারিখে ঘরপ্রচারিত রায়ও বিগত ১-৫-৮৫ইং তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রী প্রদানকালে আইনগত ও তথ্যগত ত্রুটি করিয়াছেন কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বাদীপক্ষের মুল দাবী হইল এস,এ, ৫৬৮ নং খতিয়ানে বাদীগনের নামের সহিত ভুল এমমে সম্পূর্ন নিঃ স্বত্ববান বিবাদীগনের নাম লিপি হইয়াছে। বাদীপক্ষ

তাহার আর্জিদাবী প্রমানের নিমিত্তে মৌখিক সাক্ষী হিসাবে ৪ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দালিলিক সাক্ষ্য হিসাবে প্রদর্শনী-১ হইতে প্রদর্শনী-৪ পর্যন্ত কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ মৌখিক সাক্ষী হিসাবে ৫ জনকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দালিলিক সাক্ষ্য হিসাবে প্রদর্শনী-'এ' হইতে সি(১০) পর্যন্ত কাগজাদি দাখিল করিয়াছেন।

ইহা উভয় পক্ষকর্তৃক স্বীকৃত যে নালিশী ভূমির মূল মালিক ছিলেন ফতে আলী, মকরমআলী, হাসান আলীও নকর আলী এবং সেই মোতাবেক তাহাদের নামে সি,এস, খতিয়ান লিপি হইয়াছে। বাদীপক্ষ স্বত্ব ঘোষনার দাবীতে অত্র মোকদ্দমাআনয়ন করিয়াছেন।

পি,ডব্লিউ-১ আবু তাহের তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, জমিদারীআমলে আমি জমিদারী সেরেস্তায় খাজনা দিইনাই। পাকিস্তান সরকারের সময়ে আমি কোন খাজনা দিইনাই। বাংলাদেশ সরকারকে খাজনা দিয়াছি কিনা আমার খেয়াল নাই। বিবাদীগণ কবে তাহাদের স্বত্ব অস্বীকার করিয়াছেন খেয়ালনাই।

পি,ডব্লিউ-২ আলী আকবর জমিদার নিলামখরিদ এবং বাদীগনের পূর্ববর্তী

গণকে উচ্ছেদ দিয়াছে কিনা জানেন না।

বাদীপক্ষে আরও ৩জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাহারা নালিশী ভূমিতে বাদীর দখল আছে মর্মে সাক্ষ্য প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দালিলিক সাক্ষ্য এস,এ, খতিয়ান প্রমান করে নালিশী ভূমিতে বিবাদীর দখল। তাহা ছাড়া ও পি,ডব্লিউ -১ এর সাক্ষ্য হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষকর্তৃক দাখিলকৃত খাজনার দাখিলা সন্দেহের উদ্রেক করে কারন পি,ডব্লিউ-১ তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে খাজনা দিয়াছে কিনা তাহার খেয়াল নাই। সঙ্গত কারনে দাখিলকৃত খাজনার দাখিলা সমূহ সঠিক বলিয়া বিবেচনাযোগ্য নহে বলিয়া এ আদালত মনে করেন।

অপর দিকে ডিডব্লিউ-১ ইব্রাহিম তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, প্রজারা খাজনা না দেওয়ায় জমিদার খাজনার মামলা করিয়া প্রজাদের উচ্ছেদ করিয়া জালিমুদ্দিন মজুমদার তাহার পিতা ও সেকান্দরকে রেজিষ্টি কবুলিয়ত মূলে বন্দোবস্ত দিয়াছে। বিবাদীপক্ষ তাহার দাবীর সমর্থনে আরও ৩জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিয়াছেন।

উপরে উল্লেখিত সাক্ষ্যপ্রমান ও কথিত তর্কিত রায় পর্যালোচনায় দেখা যায়

নালিশী ভূমি বাদীপক্ষ স্বত্ব মোকদ্দমায় বিধিমত আনয়ন করিয়াছেন এবং স্বীকৃত মতে

এস,এ, ৩৬৩ নং খতিয়ান বিবাদীর নামে শুদ্ধভাবে হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আইন অনুযায়ী এস,এ, খতিয়ান ও দাখিলা নালিশী ভূমিতে দখলের ইঙ্গিত বহন

করে। সুতরাং নালিশী ভূমিতে বিবাদীর দখল আছে আপাতঃত ধরা যায়। বাদীপক্ষ

তাহার সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা কথিত এস,এ, খতিয়ান ভুল সংক্রান্ত কোন উপযুক্ত কাগজ

সাক্ষ্য প্রমান হিসাবে আদালতে উপস্থাপন করিতে পারেনাই। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত

বিগত ২৮-৮৫ইং তারিখের কথিত রায় প্রদানকালে আইন গত ও তথ্যগত ভুল

এবং বিবাদীর দুর্বলতার বিষয়সমূহ বিশ্বাস করিয়া বিবাদী কর্তৃক আর্টি/এস,এ

বর্ণিত auction sale সংক্রান্ত কোন কাগজ দাখিল করিতে পারে নাই

ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ পূর্বক সোলেহনামাটি বাদী পক্ষে ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু

আইনও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাদীপক্ষকে তাহার মোকদ্দমা প্রমান করিতে হইবে।

বিবাদীর কোন দুর্বলতার উপর ভিত্তি করিয়া বাদীপক্ষকে ডিক্রী প্রদান করা যাইবেনা

তাহা ছাড়াও বাদীপক্ষের আনীত মোকদ্দমা যথাযথ ভাবে প্রমান করিতে না পারায় ও

নালিশী ভূমি হইতে বিবাদীর কথিত দখল উচ্ছেদ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র স্বত্ব ঘোষণার মোকদ্দমা আনয়ন করায় মোকদ্দমাটি অত্রাকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না বলিয়া অত্র আদালত মনে করেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আপীলটি মঞ্জুর যোগ্য সিদ্ধান্ত হইল। বিচার্য বিষয়টি বিবাদী-আপীলকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিকারী রেসপনডেন্টগনের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিগত ২-৫-৮৫ইং তারিখের প্রচারিত রায় ৯-৫-৮৫ইং তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রী রদও রহিত করা হইল।

বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের দেওয়ানী ৪৭৯/৮৩ নং মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিবাদীগনের বিরুদ্ধে ডিসমিস হইল।

এই রায়ের অনুলিপি সহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথী সত্বর ফেরত পাঠানো হউক।

আমাকর্তৃক কথিত ও সংশোধিত:-

স্বাঃ/এ,কে,এম, আর্শেদ
অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত,
কুমিল্লা।
০৪/ ০১/ ০৪ইং

স্বাঃ/এ,কে,এম, আর্শেদ
অতিরিক্ত জেলা জজ,
১ম আদালত, কুমিল্লা।
০৪/ ০১/ ০৪ইং

নকলকারক:-
১৬/১০/০৪

১২/৯/০৪, ৫/১০/০৪, ৯/১০/০৪, ১৬/১০/০৪

হাইকোর্ট ফরম নং (বিচার) ৪০

আপীলের ডিক্রী
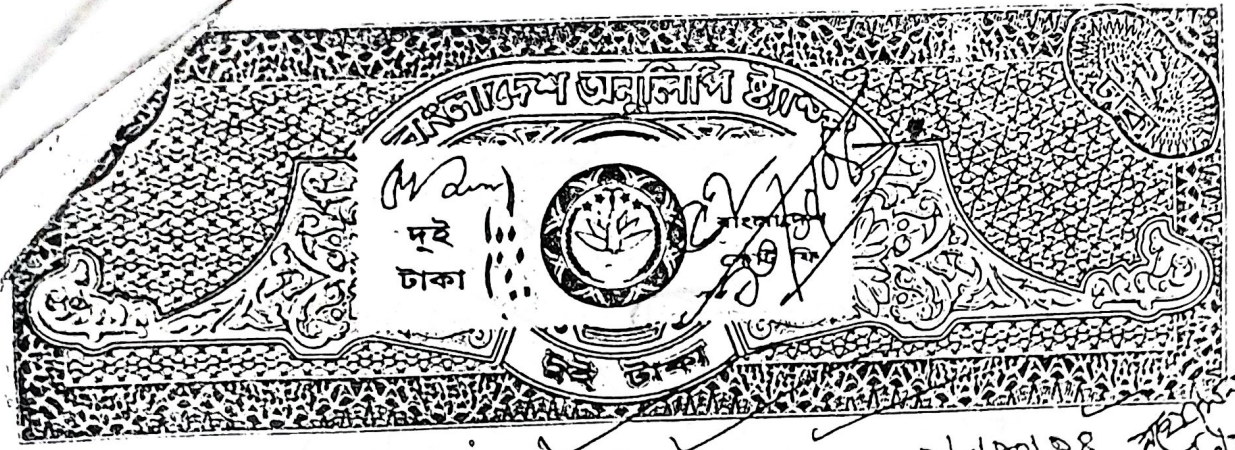
(দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১নং অর্ডার ৩৫নং বিধি)

জেলা-কুমিল্লা।

মোকাম অতিরিক্ত জেলাজজ ১ম, আদালত।

দেঃ আঃ ৭৫/৮৫

---

১) রোস্তম আলী, পিতামৃত- আলীমুদ্দিন, ২) আমেনা বিবি পতিমৃত- মোঃ ইসমাইল, ৩নং আপীলেন্ট মোঃ ইব্রাহিম এর মৃত্যুতে তদীয় ওয়ারিশঃ-

৩(ক) আবদুল মতিন এর মৃত্যুতে তদীয় ওয়ারিশঃ-৩(ক)১ - মনোয়ারা বেগম, পতিমৃত- আঃ মতিন, ৩(ক)২ -মনির হোসেন, ৩(ক)৩- রাবেয়া খাতুন, উভয় পিতামৃত-আঃ মতিন, ৩(খ) সিরাজুল ইসলাম, পিতামৃত-ইব্রাহিম, ৩(গ) ফিরোজা খাতুন পতি-আবদুল আলী, সর্বসাং- শ্রী সাং-, উপজেলা-লাকসাম, জিলা-কুমিল্লা।

---বিবাদী-আপীলকারী

---বনাম-

১। আলীজান বিবি, পতিমৃত- গফুর আলী, ২) আবু তাহের, (৩) আবদুল সাব্বির,